প্রসপেক্টাস

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি

ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান গ্রুপ

শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

College Code : 1375 | EIIN : 108207

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ফোন: +৮৮-০২-৪৮০৩৩৯০৩, ৪৮০৩৬৯৪২, ৪৮০৩৭৩৫৭

www.dcc.edu.bd dhaka commerce college

cdhakacommercecollege@yahoo.com

মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপির উপস্থিতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রি-মডেল কলেজের পুরস্কার গ্রহণ করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এএফএম শফিকুর রহমান (২০১৯)

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি -এর নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭-এ সেরা বেসরকারি কলেজ, ঢাকা অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম এবং প্রাক-মডেল কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজ তৎকালীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম (০২.০৩.২০১৯)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬-এ সেরা বেসরকারি কলেজের সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
মডেল কলেজ প্রকল্প
সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Key Performance Indicators (KPI)-এর ভিত্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ-কে প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৩ই আশ্বিন ১৪২৬
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

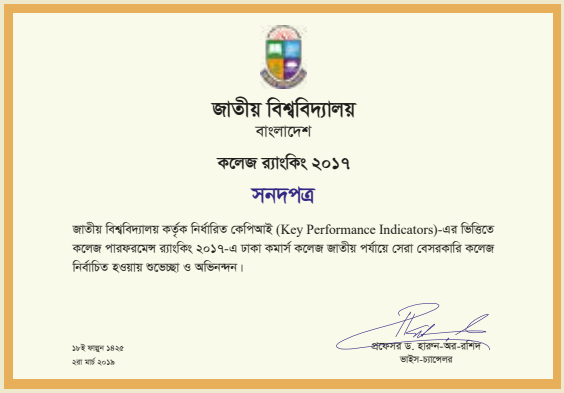

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭
সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেপিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৮ই ফাল্গুন ১৪২৫
২রা মার্চ ২০১৯

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬
সনদপত্র

২০১৬ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত। প্রাপ্ত স্কোর ৬৩.২৮।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৮
২২শে মাঘ ১৪২৪

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে। প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়
ঢাকা কমার্স কলেজ
চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে
এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

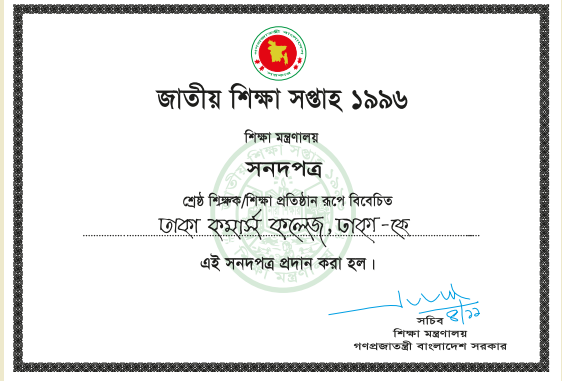

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত
ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে
এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ সেরা বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজ তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০.০৫.২০১৬)

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২-এ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬-এ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী (৪ নভেম্বর ১৯৯৬)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা খেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কর্ম এবং কর্মবিমুখ ধর্ম নিরর্থক।

প্রত্যয়

নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত জাতি গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অনাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে সাফল্যের শিখরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীর কর্মময় ভবিষ্যৎ রচিত হোক প্রতিষ্ঠানের সযত্ন পরিচর্যায়।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো। উত্তম ফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

প্রস্তাবনা

ঢাকা কমার্স কলেজ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়ায় ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বায়ন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাত্ত্বিক শিক্ষাকে বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা। সেজন্য ঢাকা কমার্স কলেজে Academic Calendar and Course Plan অনুযায়ী টার্ম পদ্ধতিতে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে নিয়মিতভাবে ক্লাস টেস্ট, মাসিক/মিডটার্ম পরীক্ষা ও পর্ব পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত সাফল্যের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়।

এখানে একজন শিক্ষার্থীকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করা হয়–যাতে একজন শিক্ষার্থী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ঢাকা কমার্স কলেজে আছে একদল নিবেদিতপ্রাণ ও কর্মচঞ্চল আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সংস্পর্শে খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা।

উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রায়ই দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকদের কলেজে আমন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষা সম্পূরক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবে এ কলেজে আনন্দ ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ), বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের মানস উন্নয়নে সহায়তা পায়।

যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞান গ্রুপ চালু করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। পাশাপাশি এখানে BBA ও CSE প্রফেশনাল অনার্স কোর্স এবং এমবিএ (প্রফেশনাল) প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। কলেজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে ২ (দুই) বার (১৯৯৬ ও ২০০২ সনে) দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭-এ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি কলেজ এবং ঢাকা অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে। এ কলেজ সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক মডেল কলেজ হিসেবে নির্বাচিত ৫টি কলেজের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। কলেজের নিজস্ব ভবনে ছাত্রী হোস্টেলের সুবিধা আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে নিজস্ব খেলার মাঠ, সুসজ্জিত ব্যায়ামাগার ও সুপেয় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা।

সামগ্রিক বিচারে ঢাকা কমার্স কলেজ হচ্ছে দেশের এমন একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন ও অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা এবং সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

গভর্নিং বডি

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান

এএফএম সরওয়ার কামাল
সদস্য

প্রফেসর মো. আবু সালেহ
সদস্য

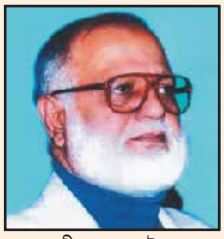

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য

মো. শামছুল হুদা
সদস্য

আহমেদ হোসেন
সদস্য

প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য

প্রফেসর ডা. এম এ রশীদ
সদস্য

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য

মাফরুহা বেগম
অভিভাবক প্রতিনিধি

অ্যাড. এম. মাসুদ আলম চৌধুরী
অভিভাবক প্রতিনিধি

মো. জহুরুল ইসলাম
অভিভাবক প্রতিনিধি

শামসাদ শাহজাহান
শিক্ষক প্রতিনিধি

উৎপল কুমার ঘোষ
শিক্ষক প্রতিনিধি

প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
সদস্য সচিব/অধ্যক্ষ

শিক্ষক পরিচিতি

অধ্যক্ষ : প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
উপাধ্যক্ষ : প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) : প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
অনারারি প্রফেসর : প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

বিভাগীয় শিক্ষক

বাংলা বিভাগ

১. আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. ড. ইসরাত মেরিন, সহযোগী অধ্যাপক
৩. এস. এম. মেহেদী হাসান, এমফিল, সহকারী অধ্যাপক
৪. মো. মশিউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৫. রেজাউল আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক
৬. ড. মীর মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
৭. পার্থ বাড়ৈ, সহকারী অধ্যাপক
৮. মুক্তি রায়, প্রভাষক
৯. মাফিজুর রহমান, প্রভাষক
১০. আবুল কাশেম খান, প্রভাষক
১১. সোনিয়া আরেফিন, প্রভাষক
১২. মো. জোবায়ের আহমেদ, প্রভাষক
১৩. মোস্তফা কামাল আরিফ, প্রভাষক
১৪. মো. হাশিম রেজা, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
১৫. রাশেদুজ্জামান, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ

১. উৎপল কুমার ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম
৩. সাদিক মো. সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক
৪. মো. মঈনউদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক
৫. শামীম আহ্‌সান, সহযোগী অধ্যাপক
৬. মাকসুদা শিরীন, সহযোগী অধ্যাপক
৭. মো. মনসুর আলম, সহযোগী অধ্যাপক
৮. খোন্দকার মো. হাদিউজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক
৯. খায়রুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
১০. মো. জাহিদুল কবির, সহকারী অধ্যাপক
১১. মো. শফিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
১২. সমীরণ পোদ্দার, সহকারী অধ্যাপক
১৩. মো. আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক
১৪. অনুপম বিশ্বাস, প্রভাষক
১৫. মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, প্রভাষক
১৬. অংকনী চক্রবর্তী, প্রভাষক
১৭. রত্না খানম, প্রভাষক
১৮. তুনাজ্জিনা বিন্‌তে মাহবুব, প্রভাষক
১৯. মো. খালিদ হোসেন, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১. শামসাদ শাহ্‌জাহান, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. সৈয়দ আবদুর রব, সহযোগী অধ্যাপক
৩. মো. শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৪. এস এম আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক
৫. কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক
৬. শামা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক
৭. মো. নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৮. ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক
৯. তানবীর আহমদ, সহকারী অধ্যাপক
১০. তন্ময় সরকার, সহকারী অধ্যাপক
১১. মো. হজরত আলী, সহকারী অধ্যাপক
১২. মো. শহীদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
১৩. উম্মে সালমা, সহকারী অধ্যাপক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

১. কামরুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৩. সাজনিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক
৪. মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক
৫. মাসুদা খানম, সহযোগী অধ্যাপক
৬. মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক
৭. মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক
৮. এ. বি. এম. মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৯. নূর মোহাম্মদ শিপন, সহকারী অধ্যাপক
১০. ফারহানা হাসমত, সহকারী অধ্যাপক
১১. মো. মাহমুদ হাসান, সহকারী অধ্যাপক
১২. মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, সহকারী অধ্যাপক
১৩. শিমুল চন্দ্র দেবনাথ, প্রভাষক
১৪. আহসান উদ্দিন খান, প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

১. শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক
৩. মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৪. মো. মঞ্জুরুল আলম, এমফিল, সহযোগী অধ্যাপক
৫. ফারহানা আক্তার সাদিয়া, সহকারী অধ্যাপক
৬. তাসমিনা নাহিদ, সহকারী অধ্যাপক
৭. সাবিহা আফসারী, প্রভাষক
৮. রিফ্‌ফাত শবনম, প্রভাষক
৯. নূর নাহার, প্রভাষক

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১. ফারহানা সাত্তার, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক
৩. মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক
৪. শারমীন সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক
৫. মো. মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৬. ফাহমিদা ইসরাত জাহান, সহকারী অধ্যাপক
৭. মো. হাসান আলী, সহকারী অধ্যাপক
৮. ফরিদা ইয়াসমিন, প্রভাষক
৯. মো. আহসান তারেক, প্রভাষক
১০. শিরিন আক্তার, প্রভাষক
১১. শাহিদা শারমীন, প্রভাষক
১২. মেহেরুন নাহার, প্রভাষক (শিক্ষাছুটি)
১৩. মো. নাহিদ বিন ছালাম, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

অর্থনীতি বিভাগ

১. হাফিজা শারমিন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. সুরাইয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক
৩. ড. শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক
৪. সুরাইয়া খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক
৫. আহমেদ আহসান হাবিব, সহযোগী অধ্যাপক
৬. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্, সহকারী অধ্যাপক
৭. নুর-ই-সাবা, প্রভাষক
৮. মারুফা সুলতানা, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

১. ড. বিষ্ণুপদ বণিক, সহযোগী অধ্যাপক, পরিচালক
২. প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
৩. মো. মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক
৪. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক
৫. সিগমা রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৬. ফারজানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৭. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, প্রভাষক
৮. মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন, প্রভাষক
৯. ফারজানা হক ববি, প্রভাষক
১০. আলেমা খাতুন, প্রভাষক
১১. তাসনুভা শারমিন, প্রভাষক

এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম

১. প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ, পরিচালক

সিএসই বিভাগ

১. প্রফেসর ড. মো. মিরাজ আলী আকন্দ, চেয়ারম্যান
২. মো. আবদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
৩. অনুপম দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক
৪. নার্পিস হায়দার, সহকারী অধ্যাপক
৫. মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৬. নাজমা আক্তার, প্রভাষক
৭. সুয়াইবা হক তুরাবী, প্রভাষক
৮. ফারজানা আক্তার রিপা, প্রভাষক
৯. মো. সাব্বির আহমেদ, প্রভাষক
১০. সঞ্চায়ন ভট্টাচার্য্য, প্রভাষক
১১. সায়মা আলম, প্রভাষক
১২. তাসনিয়া সাদিয়া, প্রভাষক

পরিসংখ্যান বিভাগ

১. এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৩. মো. আব্দুল খালেক, সহযোগী অধ্যাপক
৪. মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান, সহকারী অধ্যাপক

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১. মো. আহাদুজ্জামান দিরাজ, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মো. কাইয়ুম রাব্বী, প্রভাষক
৩. সানজিদা নাসরিন, প্রভাষক
৪. মো. শামিউল আলম, প্রভাষক
৫. মো. জাহিদ হাসান, প্রভাষক
৬. মো. আব্দুল কাদের, প্রভাষক
৭. মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রভাষক
৮. আব্দুস সামাদ, প্রদর্শক

রসায়নবিদ্যা বিভাগ

১. শরীফ নিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মো. হাফিজুর রহমান, প্রভাষক
৩. মো. মাহফুজুর রহমান, প্রভাষক
৪. মো. সাইফ উদ্দিন, প্রভাষক
৫. আশরাফুন আজমীরা চৌধুরী, প্রভাষক
৬. শায়লা সুলতানা, প্রদর্শক

জীববিজ্ঞান বিভাগ

১. ড. সাহেলা আলম, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মো. আল-মামুন, প্রভাষক
৩. মো. নাজমুল হক, প্রভাষক
৪. সারোয়াত হুসনা সুমা, প্রভাষক
৫. তানিয়া সুলতানা, প্রভাষক
৬. শাতিল আরবীয়া, প্রভাষক
৭. এস.এম. হুমায়ুন কবির, প্রভাষক
৮. মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান, প্রভাষক
৯. হিমাদ্রী সরকার, প্রদর্শক
১০. মোসাম্মৎ মাহমুদা বেগম, প্রদর্শক

গণিত বিভাগ

১. আলেয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মো. তুহিন বিশ্বাস, প্রভাষক
৩. মো. নুরুল হক, প্রভাষক
৪. শাহ্ আবদুল্লাহ আল-নাহিয়ান, প্রভাষক
৫. গাজী হোমায়রা শিরিন, প্রভাষক
৬. মো. রেজওয়ান হোসেন, প্রভাষক
৭. শামিম আহমেদ, প্রভাষক
৮. মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রভাষক

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিভাগ

১. ফারিহা ইয়াসমিন, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
২. লুৎফুন নাহার ইসলাম, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

লাইব্রেরি শাখা

১. মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, লাইব্রেরিয়ান
২. দিলওয়ারা বেগম, সিনিয়র ক্যাটালগার

শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

১. ফয়েজ আহমদ, শরীরচর্চা শিক্ষক

অন্যান্য বিভাগ

অফিস শাখা

১. জাফরিয়া পারভীন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২. মো. আব্বাস উদ্দীন, উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা

হিসাব শাখা

১. মো. আশরাফ আলী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২. আবুল কালাম, উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

১. মো. এনায়েত হোসেন, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মেডিক্যাল শাখা

১. ডা. সাজিদা নার্গিস, মেডিক্যাল অফিসার
২. কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র স্টাফ নার্স

প্রকৌশল শাখা

১. মো. লিয়াকত আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী

নিরাপত্তা শাখা

১. মো. হোসেন শাহ আলম, নিরাপত্তা কর্মকর্তা

বিভাগ ও শাখাসমূহের অবস্থান ও কক্ষ নম্বর

ভবন ১

অধ্যক্ষ মহোদয়ের দপ্তর	১০৮ ও ১১০
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)	জি-৭
বাংলা বিভাগ	২১৪
ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫১০
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	৪০৩
অর্থনীতি বিভাগ	৭০২
পরিসংখ্যান বিভাগ	৬০৩
সমাজবিদ্যা বিভাগ	৮১০
লাইব্রেরি শাখা	৩০১
অফিস শাখা	নিচতলা
হিসাব শাখা	নিচতলা
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা	৯১০
মেডিক্যাল শাখা-১	১০৪
আইটি কেন্দ্র	৪১৮
নিরাপত্তা শাখা	১১১

ভবন ২

উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের দপ্তর	৩০৪
ইংরেজি বিভাগ	৮০২
পদার্থবিদ্যা বিভাগ	৪১৩
রসায়নবিদ্যা বিভাগ	৩১২
জীববিজ্ঞান বিভাগ	৫০৫
গণিত বিভাগ	৭০১
গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিভাগ	৪০১
মার্কেটিং বিভাগ	১২০২
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ	১০০২
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ/বিবিএ	১১০১
এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম	১১০১
সিএসই বিভাগ	১৩০৩
মেডিক্যাল শাখা-২	১০২
প্রকৌশল শাখা	নিচতলা
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ	নিচতলা
ক্যাফেটেরিয়া	২০৯

সকালের ক্লাস ৮টায় শুরু হয় এবং ৭:৫৫ মিনিটে প্রবেশের মূল গেইট বন্ধ হয়ে যায়

কলেজ পরিচিতি

আশির দশকের শেষের দিকে দেশের শিক্ষাঙ্গনে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল, তখন বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি রাজধানী ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ৬ অক্টোবর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন এবিএম আবুল কাশেম, তৎকালীন শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর; সদস্য ছিলেন এম হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং সদস্য সচিব ছিলেন মাহফুজুল হক শাহীন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে এস আর মজুমদার, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; মো. শফিকুল ইসলাম (চুন্নু), মো. নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম সভায় সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে কলেজের নাম স্থির করা হয় 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। এছাড়া সিটি ব্যাংক লি.-এর নিউ মার্কেট শাখায় ঢাকা কমার্স কলেজের নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে সাইনবোর্ড উত্তোলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের। শুরুতে লালমাটিয়া ও ধানমন্ডির ভাড়া বাড়িতে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলেজটি মিরপুরে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মো. শামছুল হুদা, এফসিএ। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী প্রেষণে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বর্তমানে এ কলেজের অনারারি প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের প্রথম স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন- প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ; ড. মো. হাবিব উল্লাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; এ এফ এম সরওয়ার কামাল, উপ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ; মো. শামছুল হুদা, পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস; এবিএম আবুল কাশেম, মো. আবুল বাশার, অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা; এম হেলাল, মো. শফিকুল ইসলাম চুন্নু, মাহফুজুল হক শাহীন, মো. নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী, এবিএম সামছুদ্দিন আহমেদ; চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ অ্যালামনি এসোসিয়েশন।

ঢাকা কমার্স কলেজ সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা। নির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরী। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ড. শহিদ উদ্দিন আহমেদ এবং তৃতীয় পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম-এর শিক্ষক এবং ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ৪র্থ পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব এএফএম সরওয়ার কামাল। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বর্তমানে ২টি বহুতল ভবনে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানে একটি পৃথক প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ১৫০০ আসন বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম এবং ছাত্রীদের জন্য ১২০ আসন বিশিষ্ট একটি হোস্টেল ব্যবস্থা আছে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের বাসভবনসহ ৭৪ জন শিক্ষকের জন্য ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি এবং ৮ তলা বিশিষ্ট ১টি আবাসিক ভবন রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পাঠদানের মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান শাখা চালু করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিকম (পাস) কোর্স প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বছর মেয়াদি বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকসহ ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ে বিবিএ অনার্স ও এমবিএ এবং সান্ধ্যকালীন এমবিএ প্রফেশনাল কোর্সে পাঠদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিবিএ ও সিএসই প্রফেশনাল কোর্স এবং ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।

১৯৮৯ সালে মাত্র ৯৮ জন নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪ জন শিক্ষক ও একজন কর্মচারী নিয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫৯ ও ১২৭ জন। বর্তমানে প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ সর্বোতভাবেই ব্যতিক্রমধর্মী একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করে শিক্ষাদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে রয়েছে শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার সুষ্ঠু অনুশীলন এবং অনুশাসন। বিগত ৩২ বছরে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে অভাবনীয় পর্যায়ে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ঈর্ষণীয় রেজাল্ট তারই প্রমাণ দিচ্ছে।

ভর্তির যোগ্যতা

ক. এসএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ **ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ৩.৫০ এবং বিজ্ঞান শাখা : ৪.০০।**

খ. ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালে যে-কোনো শিক্ষাবোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড/ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে।

গ. ধূমপায়ী শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করতে পারবে না।

ঘ. নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হতে হবে।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ২০২১

নিয়ম-শৃঙ্খলা

ঢাকা কমার্স কলেজ ঐতিহ্যবাহী ও ব্যতিক্রমী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ যুগোপযোগী শিক্ষালাভের মাধ্যমে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অভাবনীয় রেজাল্ট করে থাকে। সেই সাথে তারা অর্জন করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুশৃঙ্খল জীবন। এ কলেজের প্রাণশক্তি নিয়ম-শৃঙ্খলা। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে নিম্নলিখিত নিয়ম-শৃঙ্খলাসমূহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে মেনে চলতে হয়।

ধূমপান : কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কোনো শিক্ষার্থীকে কলেজের অভ্যন্তরে, এমনকি কলেজের আশে পাশেও ধূমপানরত অবস্থায় পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মোবাইল ফোন : কোনো শিক্ষার্থী কলেজের অভ্যন্তরে কোনো অজুহাতে মোবাইল ফোন আনতে পারবে না। যদি কারো কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া যায়, তবে ভর্তি বাতিলসহ তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

পরিচয়পত্র : প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কলেজ কর্তৃক পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। কলেজে থাকাকালীন যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সঙ্গে রাখতে হবে। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে থানায় ডায়েরি করে ২০০/- (প্রথম বারের জন্য) এবং পরবর্তীতে ৫০০/- ফি জমা দিয়ে পুনরায় ৭ দিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। **পরিচয়পত্র ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থী কলেজে প্রবেশ করতে পারে না।**

পোশাক ও ব্যাজ : শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত ২ সেট ইউনিফর্ম ও কলেজ মনোগ্রাম সম্বলিত ব্যাজ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত ইউনিফর্ম ও ব্যাজ পরিধান করে কলেজে আসতে হয়। কলেজ ইউনিফর্ম ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থীকে কলেজে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

বিশেষ সতর্কীকরণ : কলেজ ইউনিফর্ম পরিধান করে কলেজের বাইরে কোনো প্রকার অশোভন আচরণ, বিশৃঙ্খল, বেআইনি ও রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে কলেজ হতে বহিষ্কার করা হবে।

নির্ধারিত সময় : ক্লাসকার্যক্রম কিংবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কলেজ-নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কলেজে প্রবেশ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর কলেজে প্রবেশ করা যাবে না।

শিক্ষার্থীদের প্রবেশ (ছাত্রী)

শিক্ষার্থীদের প্রবেশ (ছাত্র)

কলেজ ইউনিফর্ম (উচ্চমাধ্যমিক)

ছাত্রদের জন্য

হালকা নীল শার্ট, নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট, কালো লেদারের বেল্ট ও লেদারের কালো ফিতাযুক্ত ফ্ল্যাট সু।

ছাত্রীদের জন্য

কলারসহ হালকা নীল কামিজ, সাদা ওড়না, সাদা পায়জামা ও কালো লেদারের ফ্ল্যাট সু। কলেজ ইউনিফর্মের সাথে কোনো ছাত্রী বোরকা বা স্কার্ফ পরতে চাইলে তা অবশ্যই সাদা হতে হবে।

→($\frac{৩}{৪}$)

লম্বায় হাঁটুর নিচ পর্যন্ত

বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের ল্যাব ক্লাসের জন্য ইউনিফর্মের সাথে অ্যাপ্রোন পরিধান করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের পালনীয় বিষয়সমূহ

ছাত্রদের জন্য পালনীয় :

ক. কলেজের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে আচার-আচরণে হতে হবে বিনয়ী ও শালীন।

খ. ছাত্রদের চুল ছোটো রাখতে হবে। চুল রং করা, নখ বড়ো রাখা, গলায় চেইন, হাতে ব্রেসলেট ও উলকি আঁকা, চিপ ও ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি রাখা প্রভৃতি ব্যতিক্রমী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

ছাত্রীদের জন্য পালনীয় :

ক. লিপস্টিক, নেইলপলিশ বা কোনো ধরনের রং ব্যবহার করা যাবে না।

খ. চুল বয়কাট ও কালার করা যাবে না।

গ. ভারী গহনা পরা, ফোঁটা বা টিপ দেওয়া, কাজল, আইলাইনার, আইশ্যাডো ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ. নূপুর পরা, উলকি আঁকা ইত্যাদি করা যাবে না।

কলেজে থাকাকালীন শৃঙ্খলা প্রসঙ্গ : ক্লাস চলাকালীন কোনো শিক্ষার্থী বারান্দা, কলেজ মাঠ, ক্যান্টিন, লাইব্রেরিতে অবস্থান করতে পারবে না। ক্লাস ছুটির পূর্বে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কলেজের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। এ কাজে জড়িত শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিলসহ চূড়ান্ত শাস্তি হতে পারে। ক্লাস শেষে সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষার্থীদের কলেজ ত্যাগ করতে হবে। ক্লাস ছুটি হলে ভবন থেকে নামার জন্য নির্ধারিত লিফট/সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।

বহিষ্কার কিংবা ভর্তি বাতিল প্রসঙ্গ : নিচের যে-কোনো একটি কারণে পূর্ব সতর্কীকরণ বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শিক্ষার্থীকে কলেজ হতে বহিষ্কার কিংবা তার ভর্তি বাতিল করা হয়:

ক) বিনা অনুমতিতে দীর্ঘদিন কলেজে অনুপস্থিতি।
খ) বিনা অনুমতিতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা।
গ) পরীক্ষায় অসদাচরণ কিংবা নকল করা; অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া।
ঘ) টেবিলে বা দেওয়ালে কিছু লেখা-আঁকা, অসদাচরণ ইত্যাদি।
ঙ) আইন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করা বা জড়িত থাকা।
চ) কলেজের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা বা পালনে ব্যর্থ হওয়া।
ছ) কলেজের বাইরে সহপাঠীদের বা কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা বা অসদাচরণ করা।
জ) কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থীকে অবমাননা করে কোনো ছবি বা উক্তি সামাজিক মাধ্যমে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট বা পোস্ট করলে।

মাননীয় প্রধামন্ত্রীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ছাত্র রাজনীতি ও ধূমপান নিষিদ্ধ : কলেজে সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ধূমপান নিষিদ্ধ। এ জাতীয় কার্যক্রমের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কার কিংবা ভর্তি বাতিল করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লিখিত বিষয়ের বাইরের যে-কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ডের কারণে বহিষ্কার কিংবা ভর্তি বাতিল করা হয়। এমন কি প্রয়োজন অনুযায়ী বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হতে পারে। এ বিষয়ে যে-কোনো প্রকার সুপারিশ বা তদবির পুনঃঅপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

কলেজে মোবাইল ফোন আনা যাবে না

ক্লাস কার্যক্রম

ক. ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিতি প্রসঙ্গ : প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিদিনের ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিত হতে হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে একদিনও অনুপস্থিত থাকা যায় না। কোনো শিক্ষার্থী একদিন অনুপস্থিত থাকলে কর্তৃপক্ষ/শিক্ষার্থীর নির্ধারিত চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতীত পরবর্তী দিনের ক্লাস কিংবা পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে এক দিন অনুপস্থিতির জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়।

খ. অননুমোদিত ছুটি প্রসঙ্গ : কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থী একটানা কিংবা অনিয়মিতভাবে মাসে ৩ দিন অনুপস্থিত থাকলে তার ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। ভর্তি বাতিল শিক্ষার্থীকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ১ মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা কলেজের হিসাব শাখায় জমাপূর্বক পরবর্তী ক্লাস কিংবা পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়।

ক্লাস কার্যক্রম

গ. অসুস্থতাজনিত ছুটি প্রসঙ্গ : কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে ক্লাস কিংবা পরীক্ষা কার্যক্রম শুরুর পূর্বে কলেজ কর্তৃপক্ষ/শিক্ষার্থীর চেয়ারম্যানকে অবগত করতে হবে। উল্লেখ্য, যথাসময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ/শিক্ষার্থীর চেয়ারম্যানকে অবহিত না করলে অসুস্থতাকালীন দিনগুলো শিক্ষার্থীকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সে ক্ষেত্রে ওপরের অনুপস্থিতিজনিত বিধান কার্যকর হবে। প্রকাশ থাকে যে, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ দিনের বেশি ছুটি মঞ্জুর করা হয় না।

ঘ. বিশেষ ছুটি প্রসঙ্গ : বিশেষ বিবেচ্য কারণে প্রকৃত অভিভাবকের আবেদন ও অঙ্গীকারক্রমে শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ ৫ দিন ছুটি মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। তবে, পরীক্ষা চলাকালীন কোনো প্রকার ছুটি প্রদান করা হয় না।

পরীক্ষা কার্যক্রম

কলেজে নিয়মিত ক্লাসটেস্ট, সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও পাস করা বাধ্যতামূলক।

শিক্ষার্থীদের স্মরণ রাখতে হবে যে-

ক. অযৌক্তিক কারণে পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট বিবেচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে ভর্তি বাতিল করা হয়।

খ. দ্বিতীয় পর্ব (প্রথম বর্ষ সমাপনী) পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ করা হয় না।

গ. চতুর্থ পর্ব বা নির্বাচনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষার ফরম পূরণ থেকে বিরত রাখা হয়।

পরীক্ষা কার্যক্রম

মেডিক্যাল কেন্দ্র

কলেজের ১নং ও ২নং ভবনের ২য় তলায় রয়েছে পূর্ণকালীন মেডিক্যাল অফিসারসহ মেডিক্যাল শাখা। শিক্ষার্থীরা এ কেন্দ্র থেকে যে-কোনো সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অসুস্থ পরীক্ষার্থীর জন্য মেডিক্যাল কেন্দ্রে Sick bed এর ব্যবস্থা থাকে।

পাঠ্যক্রম বিন্যাস

ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে। এতে পঠিত বিষয়সমূহকে পর্বভিত্তিক বিন্যাস করা হয় এবং সে অনুযায়ী ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সেকশন পরিবর্তন : শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পর্ব পরীক্ষার পর ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সেকশন পরিবর্তন করা হয়।

আসন বিন্যাস : কলেজের ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট আসনে বসতে হয়। প্রতি সেকশনে আসন সংখ্যা ৫০।

পাঠদান মাধ্যম : বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

কলেজ চত্বরে অবস্থিত শহিদ মিনার ও বঙ্গবন্ধু মুর‍্যাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ২০২১

পাঠদান পদ্ধতি

বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা উভয়ই প্রায়োগিক বিষয়। এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে প্রয়োগভিত্তিক (Applicable) করে পাঠদান করা হয়। যেমন- ব্যাংকিং বিষয়টিকে ডামি ব্যাংকের মাধ্যমে, হিসাববিজ্ঞানকে বাস্তবানুগ করে এবং ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বাস্তবভিত্তিক করে পাঠদানের চেষ্টা করা হয়। বিজ্ঞানাগার, আইসিটি ল্যাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমেলা, প্রজেক্ট তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয়কে সহজ ও প্রয়োগানুগ করা হয়। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমনভাবে পাঠদান করেন, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়টি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। কলেজে প্রায় সকল বিভাগে মাস্টার ট্রেইনার শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া কলেজের সকল শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষকদের Visiting Professor হিসেবে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয় বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ও পাঠ্য বিষয় বহির্ভূত বাস্তব কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞান দানের জন্য এ দেশের স্বনামখ্যাত শিল্পপতি, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা, মোটিভেটর ও সমাজকর্মীদের অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

রেকর্ড সংরক্ষণ

শিক্ষার্থীর চেয়ারম্যানের নিকট প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পর্কে নথি (SIF) সংরক্ষণ করা হয় এবং তা ফলাফল বিবেচনায় আনা হয়।

প্রমোশনের নিয়মাবলি

একাদশ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রমোশন পেতে হলে অবশ্যই ৯০% ক্লাসে উপস্থিতি, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে মেনে চলার উত্তম রেকর্ড থাকতে হয়।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট

পর পর তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে ভর্তি বাতিল করা হয়

অভিভাবক সভা

অভিভাবকের পরিচয়পত্র

ক. একজন শিক্ষার্থীর যথার্থ বিকাশের জন্য অভিভাবকের ভূমিকা অপরিসীম। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবককে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। অভিভাবকের পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে শিক্ষার্থীকে নিয়ম মোতাবেক নিকটস্থ থানায় জিডি করে কলেজ অফিসে ২০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হয়।

খ. অবস্থান পরিবর্তন কিংবা অন্য কারণে অভিভাবকের পরিবর্তন হলে বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং ২০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ৭ দিনের মধ্যে নতুন অভিভাবকের জন্য পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

গ. বাবা-মা ব্যতীত অন্য কাউকে পরিচয়পত্র ছাড়া অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

ঘ. কলেজে অবস্থানকালীন শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয়পত্রধারী অভিভাবক ব্যতীত অন্য কেউ দেখা করতে পারে না।

ঙ. পরিচয়পত্রধারী অভিভাবক বেলা ১১ টা থেকে ১:৩০ টার মধ্যে কলেজে প্রবেশ করতে পারবেন।

চ. অভিভাবকের মোবাইল নম্বরে SMS- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফলাফল, অনুপস্থিতি, জরুরি নোটিশসমূহ জানানো হয়। **ভর্তি ফরমে অভিভাবকগণকে একটি অপরিবর্তনীয় মোবাইল নম্বর প্রদান করতে হবে।**

চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী

অভিভাবক সভা

নির্ধারিত দিনে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিবসে অভিভাবকদের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। কেননা, এ দিবসে একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়ায় অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয় সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করা হয়।

শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধনের প্রয়োজনে নিয়মিত খেলাধুলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা, মাসিক পত্রিকা, বার্ষিকী ও দেয়ালিকা প্রকাশ, আনন্দ ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ), বনভোজন, শিল্প কারখানা, ব্যাংক, শেয়ার বাজার এবং দেশের ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট স্থানসমূহে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়। কলেজে সেমিনার, নিয়মিত ক্যারিয়ার কনফারেন্স, বিতর্ক অনুষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান ও দিবস পালন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ডিজিটাল স্টুডিও উদ্‌বোধন

ক্লাব কার্যক্রম : কলেজ শিক্ষক/মডারেটরদের তত্ত্বাবধানে ১৬টি সাংস্কৃতিক ক্লাব রয়েছে। যথা- বিতর্ক, নাটক, সংগীত, সাধারণজ্ঞান, আবৃত্তি, রোটার‍্যাক্ট, রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স, ল্যাংগুয়েজ, আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি, নৃত্য, নেচার স্টাডি, বিজনেস, ফিল্ম, আইটি, সমাজকল্যাণ ও বিজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি।

শেখ রাসেল দেয়ালিকা উদ্‌বোধন

শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে কলেজের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। রোভার স্কাউট, বিএনসিসি এবং বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের যে-কোনো প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার জন্য নির্ধারিত পিরিয়ডে ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস পরিচালিত হয়।

ক্রীড়া কার্যক্রম : ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া কার্যক্রম নিম্নোক্ত ক্রীড়া ক্লাবের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়: সাইক্লিং ও স্কেটিং, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, দাবা, ক্যারম, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, বেসবল, ফেন্সিং, রাগবি ও মার্শাল আর্ট ক্লাব ইত্যাদি।

বিজয়দিবস লোকজ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা

লাইব্রেরি

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের জন্য বিপুল গ্রন্থসমৃদ্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি রয়েছে। এছাড়া সম্মান ও মাস্টার্স শ্রেণির সকল বিভাগে রয়েছে সমৃদ্ধ সেমিনার লাইব্রেরি।

বিজ্ঞানাগার

কলেজের বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ভবন ২-এ বিজ্ঞান বিভাগসমূহের পাশেই রয়েছে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার।

জীববিজ্ঞান ল্যাব

রসায়ন ল্যাব

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাব

কম্পিউটার ল্যাব

কলেজের ১নং একাডেমিক ভবনের ৪র্থ তলায় রয়েছে ৪টি কম্পিউটার ল্যাব।

আবাসন ব্যবস্থা

রূপনগর ৬ নম্বর রোডে কলেজের নিজস্ব ভবনে ১২০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের সুবিধা আছে। এছাড়া গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে রয়েছে সীমিত আসনবিশিষ্ট একটি ডরমেটরি।

বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়

বিজ্ঞান শাখা

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ১১ মে ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে বিজ্ঞান ভবন ও বিজ্ঞান শাখা উদ্‌বোধন করা হয়েছে। জাতি গঠনে আমাদের এ নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় সম্মানিত অভিভাবকদের সহযোগিতা ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের নতুন দিগন্তে নিয়ে এসেছে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদানে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান করা হচ্ছে। ব্যবসায় শিক্ষায় এ কলেজ যেমন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান শিক্ষায়ও কলেজটি শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হওয়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন

ডায়নামিক ওয়েবসাইট

৯ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজের ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেইসবুক পেইজ উদ্‌বোধন করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল, সেকশন তালিকা এবং শিক্ষার্থীদের সকল নোটিশ ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়। অভিভাবক/শিক্ষার্থীগণ নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে ওয়েব সাইটে লগইন করে শিক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য জানতে পারবে। কলেজের সকল অনুষ্ঠান, কার্যক্রম ও সফলতার সচিত্র সংবাদ নিয়মিত ওয়েব সাইট ও ফেইসবুকে দেওয়া হয়। কলেজের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে 'লাইক' দিয়ে শিক্ষার্থীরা কলেজের সংবাদ তাৎক্ষণিক অবগত হতে পারে। এছাড়া ১০ মে ২০২০ থেকে জুম অ্যাপ এবং 'ঢাকা কমার্স কলেজ ক্লাস রুম' ফেইসবুক পেইজে ও ভিডিও চ্যানেলে শিক্ষকদের অনলাইন ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন

বিএনসিসি

অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও ভিডিও পোর্টাল

১১ মে ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ নিউজ পোর্টাল (ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ) ও ঢাকা কমার্স কলেজ ভিডিও পোর্টাল (ডিসিসি চ্যানেল) উদ্‌বোধন করা হয়েছে। www.dcc.edu.bd ব্রাউজ করে শিক্ষার্থীরা সহজেই উক্ত পোর্টালসমূহে যুক্ত হতে পারে। এতে কলেজ কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের সফলতার চিত্র প্রকাশ করা হয়।

অডিটোরিয়াম

কলেজের ১৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট-১

HSC মেধা তালিকা

সন	শিক্ষার্থীদের নাম	স্থান	প্রাপ্ত নম্বর
১৯৯১	মাসুদা খানম	২য়	৮২২ *
	মাহমুদ ফয়সাল খান	১৫ তম	৭৬৫ *
১৯৯২	কাজী নাঈমা বিন্‌তে ফারুকী	১ম	৮৩৯ *
	মোহাম্মদ রাজীব	১৬ তম	৭৭২ *
১৯৯৩	ইমতিয়াজ করিম	২য়	৮৪৮ *
	কাতেবুর রহমান	৮ম	৮০১ *
	হাবিবুর রহমান	১১ তম	৭৯৮ *
	আব্দুস সালাম মিয়া	১৪ তম	৭৮৫ *
	মঞ্জুর মোরশেদ	১৬ তম	৭৮৩ *
১৯৯৪	মোঃ আনোয়ারুল হক	১ম	৮২৬ *
	দেওয়ান মাহমুদুল হক	৫ম	৮১০ *
	মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম	১৪ তম	৭৯৪ *
	মোঃ সমীরুদ্দিন	১৬ তম	৭৯২ *
১৯৯৫	হুমায়রা মতিন	১ম	৮৪৭ *
	তানজিনা হক	৩য়	৮৩৬ *
	মৌটুসী তানহা	১০ম	৮১১ *
	আঃ আঃ তারিকুল ইসলাম	১০ম	৮১১ *
	মোঃ আনিসুর রহমান	১২ তম	৮০৬ *
	মুশফিকুর রহমান ভূঁইয়া	১৩ তম	৮০৫ *
	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৩ তম	৮০৫ *
	স্নিগ্ধা খন্দকার	১৪ তম	৮০৩ *
	আরিফুর রহমান	১৬ তম	৮০০ *
	নাজমুন নাহার	১৯ তম	৭৯৪ *
১৯৯৬	মোঃ আবদুস সোবহান	১ম	৮২২ *
	সাইফুল আলম	৭ম	৮০৬ *
	তৌফিকুল ইসলাম	৮ম	৮০০ *
	সারওয়াত আমিনা	১০ম	৭৯১ *
	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	১১ তম	৭৮৯ *
	মোঃ শাহরিয়ার আখতার	১৪ তম	৭৮৬ *
	ইমরান মজিদ	১৫ তম	৭৮৫ *
	মোঃ গোলাম মর্তুজা	১৭ তম	৭৭৯ *
	মোঃ মঈনুল হক সিরাজী	১৮ তম	৭৭৬ *
	মোঃ তরিকুল আলম	১৮ তম	৭৭৬ *
	শামীমা সিদ্দিকা	১৯ তম	৭৭৫ *
	সাহিদা আখতার	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬১ *
	মালেকা তারান্নুম	১০ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৫৯ *

সন	শিক্ষার্থীদের নাম	স্থান	প্রাপ্ত নম্বর
১৯৯৭	সরকার আরিফ মাহমুদ	১০ম	৮০৩ *
	মোঃ খোকন বেপারী	১৩ তম	৭৯৯ *
	মোঃ আকরামুল হাসান	১৫ তম	৭৯৬ *
	মোঃ বেলাল উদ্দিন	২০ তম	৭৮৬ *
১৯৯৮	মোঃ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী	৫ম	৮২৬ *
	মুসফিক মাহমুদ	৮ম	৮১৪ *
	ফাহমিদা বেগম	১৩ তম	৭৯৫ *
	তানভীর আহম্মদ	১৯ তম	৭৮৪ *
	শাহানা আক্তার	২০ তম	৭৮২ *
	লাকী সুলতানা	৮ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬৯ *
	মোছাঃ লুইছা ফজিলা চৌধুরী	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬৮ *
১৯৯৯	সাদ্দাম হোসেন মল্লিক	৪র্থ	৮২৮ *
	নিয়ামুল হক	৫ম	৮২৭ *
	মাহামুদ কবির	১১ তম	৮০৩ *
	এহসানুল আজিম	১৩ তম	৭৯৯ *
	শাইফুল হক পাঠান	১৫ তম	৭৯৭ *
	আব্দুল মান্নান	১৬ তম	৭৯৫ *
	মোঃ সালাহ উদ্দিন	১৭ তম	৭৯৪ *
	শায়লা আহমেদ	১০ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৮১ *
২০০০	মোঃ সাইফুল আলম	১ম	৮৬৮ *
	মোঃ ইমতিয়াজ খান	২য়	৮৬১ *
	রেজওয়ানুল হক জামী	৩য়	৮৪৫ *
	মোঃ মঞ্জুর মোরশেদ	৬ষ্ঠ	৮৩৫ *
	মোঃ খালেদ মনসুর	৮ম	৮৩২ *
	নাহিদ আফরোজ	১১ তম	৮২৪ *
	ইশরাত সুলতানা	১২ তম	৮২৩ *
	মোঃ মোজাহেদ হোসেন	১৩ তম	৮২২ *
	মোঃ তরিকুল ইসলাম	১৪ তম	৮২১ *
	সাজ্জাদ মোস্তফা	১৫ তম	৮১৬ *
	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন	১৯ তম	৮০৫ *
	মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	১৯ তম	৮০৫ *
	মুশফিকুর রশীদ	২০ তম	৮০৪ *
২০০১	মোহাম্মদ নুরুন্নবী	১ম	৯৩৭ *
	ফারহানা হোসেন	১০ম	৮৫২ *
	মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন	১৪ তম	৮৪৭ *
	শারমিন আক্তার	১৫ তম	৮৪৬ *
	ফাতেমা কাশেম	১৬ তম	৮৪৪ *
	ফৌজিয়া রহমান	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৮৩১ *
২০০২	মোঃ মাহবুব হোসেন	১ম	৯০৪ *
	মোঃ রাকিব উদ্দিন ভূঁইয়া	৩য়	৮৭৯ *
	মোঃ সাইফুল ইসলাম	১৩ তম	৮৬১ *
		১৯ তম	৮৫০ *

পরিশিষ্ট-২

একনজরে HSC পরীক্ষাসমূহের রেজাল্ট

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	স্টার	মেধাতালিকায় স্থান
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	২	৬১	১০০%	৪	২য় ও ১৫ তম= ২জন
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	৩	৫৬	১০০%	২	১ম ও ১৬ তম= ২জন
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	৭	২৩৮	৯৬%	১৪	২,৮,১১,১৪,১৬ তম= ৫জন
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	২৭	১ম,৫ম,১৪,১৬ তম= ৪ জন
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	৪৭	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪,১৬,১৯ তম= ১০জন
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	২৮	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭,১৮(২),১৯ তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	২৫	১০,১৩,১৫,২০তম=৪জন
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	১২	৫,৮,১৩,১৯,২০ তম=৫জন
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	২৯	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭ তম=৭জন
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	১	৬২৬	৯৪%	৫৬	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৯(২),২০ তম=১৩জন
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	২	৬৪৯	৯৪.৮৮%	৭১	১ম,১০ম,১৪,১৫,১৬তম,৯ম (মেয়েদের মধ্যে)=৫জন
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৬.৮৪%	১৩৮	১ম,৩য়,১৩তম,১৯তম=৪জন

HSC GPA ভিত্তিক রেজাল্ট

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩-<৪	জিপিএ ২-<৩	মোট পাশ	পাশের হার
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮৮	০১	১৯২৩	৯৯.৯৫%
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%
২০১৭	১৯০০	১৩৩	১৪৫৬	৩০১	০	১৮৯০	৯৯.৪৭%
২০১৮	২২২০	১২৪	১২০৬	৭১৭	১৬৮	২২১৫	৯৯.৭৭%
২০১৯	২১৪৯	৯৮	৯৭৮	১০০৯	৪৬	২১৩১	৯৯.১৬%
২০২০	১৪৯০	১৫৪	৯৭০	৩৬৪	২	১৪৯০	১০০%

পরিশিষ্ট-৩

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ (উভয় গ্রুপ)	নম্বর
১	বাংলা (Bang)	২০০
২	ইংরেজি (Eng)	২০০
৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)	১০০

ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ	নম্বর
১	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (BOM)	২০০
২	হিসাববিজ্ঞান (ACC)	২০০
৩	ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা অথবা প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ও মার্কেটিং (৩য় বিষয়)	২০০

	ঐচ্ছিক / ৪র্থ বিষয়সমূহ (যে-কোনো ১টি বিষয় নিতে হবে।)	নম্বর
১	ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (FBI)	২০০
২	প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ও মার্কেটিং (PMM)	২০০
৩	পরিসংখ্যান (STAT)	২০০
৪	অর্থনীতি (ECO)	২০০
৫	গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (Hsc)	২০০

বিজ্ঞান গ্রুপ

গ্রুপ: ১	আবশ্যিক ও ৪র্থ বিষয়সমূহ	নম্বর
১	পদার্থবিদ্যা (Phy)	২০০
২	রসায়নবিদ্যা (Ch)	২০০
৩	উচ্চতর গণিত (HM)	২০০
৪	জীববিদ্যা (Bio)/পরিসংখ্যান (Stat)	২০০

গ্রুপ: ২	আবশ্যিক ও ৪র্থ বিষয়সমূহ	নম্বর
১	পদার্থবিদ্যা (Phy)	২০০
২	রসায়নবিদ্যা (Ch)	২০০
৩	জীববিদ্যা (Bio)	২০০
৪	উচ্চতর গণিত (HM)	২০০

* ৩য় ও ৪র্থ বিষয়সমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে-কোনো ১টি গ্রুপ নির্বাচন করতে হবে।
* চূড়ান্ত ভর্তি ফরমে উল্লিখিত ৪র্থ বিষয় পরিবর্তনের জন্য ক্লাস শুরু থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে।
* উল্লেখ্য, ৪র্থ বিষয় বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে।

পরিশিষ্ট-৪

অনলাইন ভর্তি আবেদন পদ্ধতি ও পেমেন্ট সিস্টেম

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

ধাপ-১. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুসারে অনলাইনে ঢাকা কমার্স কলেজকে ১ম পছন্দ দিয়ে www.xiclassadmission.gov.bd -এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফি ১৫০/- (সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ)

১ম পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ৮ – ১৫ জানুয়ারি ২০২২, ফল প্রকাশ: ২৯ জানুয়ারি ২০২২
২য় পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ৭ – ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফল প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২
৩য় পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফল প্রকাশ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ধাপ-২. বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অনলাইনে তাদের ভর্তি নিশ্চায়ন করবে।

১ম পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ৩০ জানুয়ারি – ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২
২য় পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ১১ – ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২
৩য় পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ১৬ – ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ধাপ-৩. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা কলেজের ওয়েবসাইটে (www.dcc.edu.bd) Admission/ Login অপশনে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে মোবাইল/অনলাইনে বিকাশ/রকেট/নগদ/ নেক্সাস পে/সোনালী ব্যাংক ই-সেবা পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা কলেজ অভ্যন্তরে অবস্থিত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক বুথে ভর্তি ফি জমা দিবে।

ভর্তি ফি প্রদান ও অনলাইনে কলেজের ভর্তি ফরম পূরণের সময়সীমা :
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ – ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ধাপ-৪. অনলাইনে পূরণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বরে ১টি আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে। উক্ত আইডি-পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শিক্ষার্থী যাবতীয় তথ্য পূরণ করবে। ছবি ও স্বাক্ষরের নির্ধারিত স্থানে ছবি ও স্বাক্ষর Upload করবে। ফোন নম্বর হিসেবে শিক্ষার্থীর নিজের, বাবা, মা এবং অভিভাবকের ফোন নম্বর ব্যবহার করবে।

ধাপ-৫. ফরম পূরণ শেষে তা Download করে শিক্ষার্থীর এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ (সত্যায়ন ছাড়া) কলেজ অফিসে (ক্লাস শুরু হলে) জমা দিবে;

১। এসএসসি অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের মূলকপি
২। রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি
৩। এসএসসি প্রবেশপত্রের ফটোকপি
৪। প্রশংসাপত্রের ফটোকপি
৫। পরিশোধিত পেমেন্ট স্লিপের ফটোকপি

পেমেন্ট মাধ্যমসমূহ

bKash, রকেট, নগদ, NexusPay, সোনালী সেবা গেটওয়ে, SIBL

সকল শিক্ষার্থীকে প্রত্যহ কলেজ ওয়েবসাইট থেকে নোটিশ দেখতে হবে

পরিশিষ্ট-৫

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির কোর্স ফি-সমূহ

১। একাদশ শ্রেণি (১ম বর্ষ) : ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি-সহ প্রথম বছরে সর্বসাকুল্যে ব্যয় = ৫৫,১০০/- (পঞ্চান্ন হাজার একশত) টাকা মাত্র। খাতসমূহ নিম্নে দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১	ভর্তি ফি	২,৪০০.০০
২	টিউশন ফি (২৪০০x১২)	২৮,৮০০.০০
৩	কলেজ উন্নয়ন ফি	৪,৭৮০.০০
৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফি	৩২০.০০
৫	কমনরুম ফি	১৬৫.০০
৬	ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি	১৬৫.০০
৭	ছাত্র কল্যাণ ফি	৮০০.০০
৮	লাইব্রেরি উন্নয়ন ও কার্ড ফি	১,১০০.০০
৯	কলেজ ম্যাগাজিন ফি	৪৮০.০০
১০	শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী	৮০০.০০
১১	কল্যাণ তহবিল	২,৫৩০.০০
১২	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৮০০.০০
১৩	বিদ্যুৎ ফি	৩,১৯০.০০
১৪	পানি ও পয়ঃকর	৬৪০.০০
১৫	চিকিৎসা ফি	২৪০.০০
১৬	পরিচয়পত্র	৩২০.০০
১৭	বার্ষিক ক্রীড়া ফি	৪৮৫.০০
১৮	প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড	১৬৫.০০
১৯	রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি	১৫৫.০০
২০	বার্ষিক ভোজ	৮০০.০০
২১	আইটি সেন্টার ফি	৯৭০.০০
২২	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ফি	২,৯০০.০০
২৩	আইসিটি ল্যাব ফি	১,৫০০.০০
২৪	বিবিধ	৫৯৫.০০
কথায় : পঞ্চান্ন হাজার একশত টাকা মাত্র।		**৫৫,১০০.০০**

উক্ত ফি-সমূহ হতে একমাসের বেতনসহ ভর্তিকালীন বাংলা ভার্সন ৭,৫০০/- এবং ইংরেজি ভার্সন ৮,৫০০/- প্রদান করতে হবে। মাসিক টিউশন ফি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতি মাসে গ্রহণ করা হবে। অবশিষ্ট ফি (টিউশন ফি ছাড়া) পরবর্তীতে ২ (দুই) কিস্তিতে গ্রহণ করা হবে।

২। দ্বাদশ শ্রেণি (২য় বর্ষ) : ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি-সহ সর্বসাকুল্যে ব্যয় = ৫৩,৫১৫/- (তিপান্ন হাজার পাঁচশত পনেরো) টাকা মাত্র। খাতসমূহ নিম্নে দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১	ভর্তি ফি	২,৪০০.০০
২	টিউশন ফি (২,৪০০×১২)	২৮,৮০০.০০
৩	কলেজ উন্নয়ন ফি	৪,৭৮০.০০
৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফি	৩২০.০০
৫	কমনরুম ফি	১৬৫.০০
৬	ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি	১৬৫.০০
৭	শিক্ষার্থী কল্যাণ ফি	৮০০.০০
৮	কলেজ ম্যাগাজিন ফি	৪৮০.০০
৯	শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী	৮০০.০০
১০	কল্যাণ তহবিল	২,৫৩০.০০
১১	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৮০০.০০
১২	বিদ্যুৎ ফি	৩,১৯০.০০
১৩	পানি ও পয়ঃকর	৬৪০.০০
১৪	চিকিৎসা ফি	২৪০.০০
১৫	বার্ষিক ক্রীড়া ফি	৪৮৫.০০
১৬	রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি	১৫৫.০০
১৭	বার্ষিক ভোজ	৮০০.০০
১৮	আইটি সেন্টার ফি	৯৭০.০০
১৯	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ফি	২,৯০০.০০
২০	আইসিটি ল্যাব ফি	১,৫০০.০০
২১	বিবিধ	৫৯৫.০০
কথায় : তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশত পনেরো টাকা মাত্র।		**৫৩,৫১৫.০০**

ব্যবহারিক বিষয়	টাকার পরিমাণ
১. পরিসংখ্যান (৪র্থ বিষয় হিসেবে থাকলে প্রতি বছর মোট ফি-এর সাথে যুক্ত হবে।)	৫০০/-
২. বিজ্ঞানাগার ফি (কেবল বিজ্ঞান শাখার জন্য প্রতি বছর মোট ফি-এর সাথে যুক্ত হবে।)	২,০০০/-

বি. দ্র.
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করলে দৈনিক ১০/- টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়।
- এইসএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত দাখিলা ফরম পূরণের পূর্বে সকল ফি পরিশোধ করতে হবে।